সালাফ সিরিজ-৪

শামসীর হারুনুর রশীদ

শাহ্‌জালাল রাহ.

ও সুফিদর্শন

সালাফ সিরিজ-৪

শাহজালাল রাহ. ও সুফিদর্শন

শামসীর হারুনুর রশীদ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২৩০, US $ 10. UK £ 7

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-1-3

Shahjalal Rah. O Sufidarshon
by **Shamsher Harunur Rashid**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

বিগত অর্ধশতাব্দীব্যাপী বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পথহারা মানুষকে করে যাচ্ছেন দরদভরা রাহনুমায়ি। আমার গুরু ও মুরশিদ **মুফতি রশিদুর রহমান ফারুক শায়খে বরুণী।**

প্রকাশকের কথা

বাংলায় ইসলাম আগমন এবং মুসলিমদের ইসলামি জীবন যাপনের নির্বিঘ্নায়নে শাহজালালের অবদান অনিস্বীকার্য। সর্বোপরি মানুষের অধিকার ও মর্যাদা-প্রতিষ্ঠায় রয়েছে তাঁর অতুলনীয় কারনামা। এসব ছাড়াও নানাবিধ কারণে বাংলাভাষী পাঠকের কাছে শাহজালাল রাহ. এক আবেগের নাম। কিন্তু এই মহান মনীষাকে নিয়ে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত গ্রন্থের বড়ই অভাব। অভাব বলতে কী, নেই বললেই চলে। বাজারে যেগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো গালগল্প আর বানোয়াট কেচ্ছাকাহিনিতে ভরপুর। এর অধিকাংশই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

গবেষক আলিম শামসীর হারুনুর রশীদ সেই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে এসেছেন। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে শাহজালালকে নিয়ে তৈরি করেছেন অমূল্য এক পাণ্ডুলিপি। তাঁর সেই পরিশ্রমের ফসল আজ আপনাদের হাতে। গ্রন্থটি রচনা করতে লেখক অনেক পড়াশোনা করেছেন, তথ্য যাচাই-বাছাই করেছেন। যত তথ্য পেয়েছেন, সেগুলো থেকে বাছাইকৃত তথ্য নিয়ে এটি সংকলন করেছেন।

শাহজালাল রাহ.-এর জীবন ও কর্ম আলোচনার পাশাপাশি গ্রন্থটিতে সুফিদর্শন নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য এই আলোচনা অনেকটা শাহজালাল রাহ.-এর সঙ্গেই প্রাসঙ্গিক। তুলে ধরা হয়েছে তাঁকে ঘিরে সমাজে প্রচলিত বিদআতের কথাও। শেষদিকে শাহজালাল রা.-এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র বা তাঁর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক স্থাপনার ছবির অ্যালবামও যুক্ত করা হয়েছে।

গ্রন্থটির কলেবর ছোট হলেও আমার মনে হয় এটিতে শাহজালালের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো চলে এসেছে। কিন্তু এটিকে আমরা যথেষ্ট মনে করি না। তাঁকে নিয়ে আগামী দিনে লেখক-গবেষকরা বৃহৎ কলেবরে কাজ করতে এগিয়ে আসবেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আমরাও চেষ্টা করব তাঁকে নিয়ে আরও সমৃদ্ধ আকারে কাজ করার।

গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী দিয়েছেন দৈনিক সিলেটের ডাক-এর নির্বাহী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় আবদুল হামিদ মানিক। সম্পাদনা ও প্রুফ সমন্বয়ে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ, মুতিউল মুরসালিন ও কাজী সাফওয়ান আহমদ। আল্লাহ সবার যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রসঙ্গকথা

ইতিহাসের দাস্তানে কালজয়ী এক মনীষার নাম শাহজালাল রাহ.। তাঁর পদস্পর্শে শুধু সিলেট নয়; আসাম-বাংলাভূমিতে অনবদ্য এক তাহজিব-তামাদ্দুনের আবহ সৃষ্টি হয়েছিল। সোয়া ৭০০ বছর পেরিয়ে আজও সে ঐতিহ্য বিদ্যমান। *শ্রীহট্ট-নূর*, *ইসরারুল আউলিয়া*, *তাজকিরাতুল আউলিয়া*, *রিয়াজুস সালাতিন* ইত্যাদি গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী স্বপ্নযোগে নির্দেশ পেয়ে সিলেটের পথে পা বাড়ান দরবেশ শাহজালাল রাহ.। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে আরবের মক্কা-ইয়ামেন হয়ে দক্ষিণ-এশিয়ার মুলতান, দিল্লি, বাদায়ুন, লাউড়, পাণ্ডুয়া গৌড়রাজ্যে পৌঁছান তিনি। ইমানের বাতি জ্বালাতে দীর্ঘ তিন বছর পদযাত্রার গন্তব্যস্থল হয় সিলেট—মামার দেওয়া একমুঠো মাটির অলৌকিক গুণফল। গৌড়গোবিন্দের পদাতিক অশ্বারোহী বাহিনীর তীব্র আক্রমণ, সমরনীতির শেষ কৌশল হিসেবে অগ্নিবাণ প্রয়োগ, জাদুতন্ত্রের অগ্নিবাণ নিক্ষেপ, দৈত্য-দানবের লৌহধনুকে গুণ-যোজনাসহ নানা ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় গর্জে ওঠে জালালি তরবারি। বর্তমান সিলেটের শেখঘাট, শাহজালাল গেইট হয়ে সুরমা নদী পেরিয়ে মুসলিম যোদ্ধারা সিলেট শহরে প্রবেশ করেন। আজানের সুরে সুরে চূর্ণবিচূর্ণ হয় পৌত্তলিক জালিমের রাজপ্রাসাদ। বিজয়ের পর শ্রীহট্ট হয় জালালাবাদ; উড্ডীন হয় সর্বত্র ইসলামি পতাকা। শান্তির সুবাতাস ছড়াতে থাকে জালালি কৈতর; বিদূরিত হয় গাজি বুরহান উদ্দিনের সকল দুঃখবেদনা।

তাঁর বাহিনীর সামনে অনেক কাজ। ইতিমধ্যে সঙ্গীসংখ্যা বেড়ে ৩৬০-এ পৌঁছে যায়। যাঁদের দিন কাটে ইসলাম প্রচারে, রাত পার হয় জায়নামাজে। কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি শাহজালাল গড়েন নওমুসলিমদের জন্য পাঠশালা। সিলেটে হয় ইসলামি শাসনের বাস্তবায়ন। দূরদূরান্ত ও বিভিন্ন দেশ থেকে দলে দলে লোকজন আসতে থাকে তাঁর সাক্ষাৎলাভে—ফলে ঐতিহাসিক মরক্কো-পর্যটক ইবনু বতুতাও তাঁর দর্শনে আসেন। তাঁর *আজায়িবে আসফার* নামক ইতিহাসখ্যাত গ্রন্থে শাহজালালের অলৌকিক সক্ষমতা ফুটে উঠেছে। শিরক, কুফুর ও বিদআতমুক্ত সিলেট হয় বাংলার আধ্যাত্মিক রাজধানী।

উল্লেখ্য, তাঁকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অতিমাত্রার আশ্রয় নিয়েছে অনেকে, তাঁকে সম্বন্ধ করে বাউরি-অবাস্তব গল্প-কাহিনি রটনায় তাঁর সম্মানহানির চেষ্টাও কম হয়নি। বাংলা-

আসামে মুসলিম সংস্কৃতির আনুষ্ঠানিক প্রচলন দানকারী এই মনীষাকে আশ্রয় করে একটি গোষ্ঠী অর্থলোভে এমন কিছু কার্যক্রমের অবতারণা করেছে, যাতে রয়েছে সরাসরি শিরক, বিদআত, কুফরি ও কবিরাহ গুনাহ। তিনি জীবিত থাকলে হয়তো রিপুতাড়িত এমন কাজের কারিগরের মাথা সঙ্গে না নিয়ে ফিরতেন না। আজও সেই তরবারি আঘাত হানলে এসব ভণ্ডামির লেশমাত্রও থাকবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর ওলির জীবনদর্শন ও কর্মসাধনা তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপনার চেষ্টাই মূলত আমার এ প্রয়াস।

বিশেষত ওলিগণ, মাশায়িখ ও সুফিদর্শন বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় কেউ হচ্ছে বিভ্রান্ত, কেউ আবার তাঁদের কর্মসাধনাকে করছে সরাসরি অস্বীকার।

সুফিদর্শন কী, এ বিষয়েও দালিলিক আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। আমি আশাবাদী, পাঠক গ্রন্থটির মাধ্যমে সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন।

সব শেষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কালান্তর প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী সম্পাদক ও প্রকাশক আবুল কালাম আজাদের। তিনি নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রকাশের কাজটি সম্পন্ন করেছেন।

শামসীর হারুনুর রশীদ
srashid9999@gmail.com
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২২

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

নাম, উপাধি, গুণাবলি ও পরিবার # ১৫

এক : দরবেশ শাহজালাল রাহ. ১৫
দুই : জন্ম ও শৈশব ১৬
তিন : পিতামাতা ও দাদা ১৭
চার : গুরু পরিচিতি ও মক্কিজীবন ১৮
পাঁচ : শাহজালালের ঊর্ধ্বতন মাশায়িখের শাজারা ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাহজালালের জীবন ও কর্ম এবং সিলেটে আগমন # ২১

এক : দরবেশি জীবন ২১
দুই : সিলেট আগমনপর্ব ২২
তিন : আরব ও সিলেটের মাটির মিল ২২
চার : জন্মভূমি ইয়ামেন গমন ২৩
পাঁচ : হিন্দুস্থানে প্রবেশ ২৩
ছয় : নিজাম উদ্দিন আউলিয়া ও জালালি কৈতর ৩৪
সাত : শাহজালালের সঙ্গে গাজি বুরহান উদ্দিনের দেখা ও দুঃখপ্রকাশ ৩৪
আট : সিপাহসালার নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ২৫
নয় : সিকান্দার গাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ব্রহ্মপুত্র পার ২৬

তৃতীয় অধ্যায়

সিলেট অভিযান ও বিজয়-পরবর্তী ইসলাম প্রচার # ২৭

এক : শাহজালালের সিলেট অভিযান ২৭
দুই : সুরমা নদী পারাপার ২৮
তিন : গৌড়গোবিন্দের আত্মগোপন ২৯
চার : সিলেটে প্রথম আজানধ্বনি ৩১

পাঁচ : সিলেট বিজয়-পরবর্তী ইসলাম প্রচার ৩১
ছয় : ৩৬০ আউলিয়ার মুল্লুক ৩১
সাত : আচক নারায়ণ ও তরফ বিজয় ৩২
আট : রাজস্বমুক্ত সিলেট ৩২
নয় : ইবনু বতুতা ও শাহজালাল ৩২

চতুর্থ অধ্যায়

শাহজালাল ও কারামাত # ৩৫

এক : বিষ যেভাবে শরবত হলো ৩৬
দুই : দরগাহর পুকুরের পানি জমজমের মতো সুস্বাদু ৩৬
তিন : জ্বলন্ত আগুন যখন সুস্বাদু খাদ্য ৩৭
চার : জালালি কৈতর ৩৮
পাঁচ : শাহজালাল ও হরিণীর বিচার ৩৮
ছয় : জায়নামাজে নদী পার ৩৮
সাত : নহরে আজরক থেকে সুরমা নদী ৩৮
আট : গৌড়রাজ্যের দৈত্য-দানব দূরীকরণ ৩৯
নয় : নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার কাছে জ্বলন্ত অঙ্গার পাঠানো ৩৯
দশ : উটপাখির ডিম ৩৯
এগারো : সাপুড়ের খাঁচায় গোবিন্দ ৩৯
বারো : বোন্দালিশের অধিবাসীদের প্রতি ভাষণ ৪০

পঞ্চম অধ্যায়

শাহপরাণ ও তাঁর দরগাহ # ৪১

এক : শাহজালাল ও তাঁর ভাগনা শাহপরাণ ৪১
দুই : শাহপরাণ দরগাহ : দৃষ্টিনন্দন মাজার ৪২
তিন : অলৌকিক ঘটনা ৪২
চার : শাহজালালের ইনতিকাল ৪৩
পাঁচ : শাহজালালের সঙ্গীসংখ্যা নিয়ে বিতর্কের অবসান ৪৪
ছয় : শাহজালালের সঙ্গী ৩৬০ আউলিয়ার তালিকা ৪৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুফিদর্শন ও আত্মশুদ্ধি # ৫৩

এক : সুফিতত্ত্ব ও জালালি দর্শন ৫৩
দুই : সুফি শব্দের উৎপত্তি ৫৩

তিন : সুফি শব্দের পারিভাষিক অর্থ ৫৪
চার : আত্মশুদ্ধির পরিচয় ৫৬
পাঁচ : তাসাওউফের উদ্দেশ্য ৫৯
ছয় : তাসাওউফের লক্ষ্য ৫৯
সাত : সুফিবাদের ক্রমবিকাশ ৫৯
আট : যুগে যুগে সুফিবাদের বিকাশ ৬২
নয় : খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে সুফিবাদ ৬২
দশ : উমাইয়া শাসনামলে সুফিবাদ ৬৩
এগারো : আব্বাসি শাসনামলে সুফিবাদ ৬৩
বারো : তাসাওউফে ইমাম গাজালি ৬৪
তেরো : বাংলাদেশে সুফিবাদ ৬৪
চৌদ্দ : সুফিদর্শনের মূলনীতি ৬৫
পনেরো : সুফিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৬৮
ষোলো : চার তরিকা ৬৮
সতেরো : বায়আতের প্রকার ৬৯
আঠারো : সুফিদর্শনে বায়আত ৭০
উনিশ : ইলমে তাসাওউফ কুরআন-হাদিস সমর্থিত কি না ৭২
বিশ : তাওহিদ প্রসঙ্গ ৭৩
একুশ : তাওহিদের হাকিকাত ৭৪
বাইশ : মারিফাত কাকে বলে ৭৫
তেইশ : সুফিসাধনায় পাঁচটি স্তর ৭৮
চব্বিশ : বুজুর্গদের কথা ৭৮

সপ্তম অধ্যায়

তাসাওউফে শাহজালাল # ৭৯

এক : মুরিদ হওয়ার ফজিলত ৭৯
দুই : শাহজালাল যেভাবে মুরিদ করতেন ৮০
তিন : মুরিদদের প্রাথমিক সবক ৮২
চার : মুরিদদের দ্বিতীয় পর্যায়ের সবক ৮৩

অষ্টম অধ্যায়

হাদিসের আলোকে ওলিগণ # ৮৬

এক : ওলিগণের শান ৮৬
দুই : হাদিসের আলোকে ওলিগণের প্রকার ৮৬

তিন : মাজজুব ওলির অবস্থা ৮৮
চার : ওলিগণের কাশফ ৮৮
পাঁচ : ওলিগণের কারামাত ৯১
ছয় : নবিদের মুজিজা ও ওলিদের কারামাত ৯৫
সাত : মুজিজা ও কারামাতের পার্থক্য ৯৬

নবম অধ্যায়

ইসালে সাওয়াব ও পদ্ধতি # ৯৭

এক : ওলিগণের জিয়ারতের পদ্ধতি ৯৭
দুই : ওলিগণের রুহে ইসালে সাওয়াব ৯৯
তিন : ইসালে সাওয়াব বিষয়টি সম্পূর্ণ স্বীকৃত ১০০
চার : ইসালে সাওয়াবের ১০ পদ্ধতি ১০১

দশম অধ্যায়

উরস ও মাজার সমাচার # ১১৫

এক : উরসে ধর্মবিরোধী কার্যকলাপ ১১৫
দুই : মাজার সমাচার ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ১১৬
তিন : আবেগের আঘাতে রক্তাক্ত শাহজালাল ও আলিমদের প্রচেষ্টা ১২২

একাদশ অধ্যায়

সুফিশাস্ত্রগ্রন্থ রচনার সূত্রপাত # ১২৮

এক : বাংলা ভাষায় সুফিশাস্ত্রগ্রন্থ রচনার সূত্রপাত সিলেট ১২৮
দুই : বাংলা ও সিলেটি নাগরী ভাষায় সুফিশাস্ত্রগ্রন্থ রচনায় সিলেটের অবদান ১২৯

দ্বাদশ অধ্যায়

শাহজালাল মাজারের ইতিহাস # ১৩৫

এক : শাহজালাল দরগাহের ইতিহাস ১৩৫
দুই : অলৌকিক ঝরনা ১৩৭
তিন : শাহজালালের ব্যবহারিক দ্রব্যাদি ১৩৮
চার : লাকড়িভাঙা উৎসব ১৩৮
পাঁচ : সিলেটে শাহজালালের প্রথম ঠিকানা ও জনশ্রুতি ১৩৯
অ্যালবাম ১৪০

প্রথম অধ্যায়

নাম, উপাধি, গুণাবলি ও পরিবার

এক. দরবেশ শাহজালাল রাহ. (১২৭১-১৩৪১ খ্রিস্টাব্দ)

রাসুল ﷺ বলেছেন,

> কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদাই আমার উম্মতের একদল দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তিরস্কারকারীদের তিরস্কার তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[১]

রাসুলের বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। তাঁরা হলেন সততা ও আসমানি জ্ঞানের পতাকাবাহী জামাআত এবং তাঁদের অনুসারীগণ, যাঁরা প্রতিদান-দিবসে নাজাতপ্রাপ্ত হবেন। কালপরিক্রমার বাঁকে বাঁকে দাঁড়িয়ে তাঁরাই দিয়েছেন এ উম্মতকে দরদভরা দিকনির্দেশনা। লোকদের আহ্বান করেছেন এক আল্লাহর দিকে। মানুষের কল্যাণচিন্তায় অহর্নিশ জার জার হয়ে কেঁদেছেন। প্রচার করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মধুময় বাণী। পার্থিব লোভ-লালসা, ভয়ভীতি বা কারও চোখরাঙানি ক্ষণিকের জন্য তাঁদের বিচ্যুত করতে পারেনি। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে দাঁড়িয়েও উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছেন—'ইসলাম হ্রাস পাবে আর আমরা জীবিত থাকব, এটা তো হতে পারে না!'[২]

তাঁরা হলেন সাহাবি, তাবিয়ি, তাবে তাবিয়ি, মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস, ফকিহ ও সুফি আলিমদের সুমহান জামাআত। তাঁদের অক্লান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলেই আজ আমরা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় স্থান পেয়েছি। পেয়েছি দীন, ইমান ও ইহসান সম্পর্কে জানার অফুরন্ত সুযোগ। বিশ্ব-ইতিহাসে সোনালি অক্ষরে লেখা আছে তাঁদের নাম, আলোচিত হয়েছে তাঁদের সৃষ্টিকর্ম। আতশকাচের আলো ফেলে বিচার-বিশ্লেষণের পর হয়েছে তাঁদের মূল্যায়ন। ক্ষণজন্মা এ সকল মনীষীর মধ্যে মুজাহিদে

[১] সহিহ মুসলিম: ১০২০।

[২] মিরকাতুল মাফাতি: ১/৩৮৯১।

মিল্লাত, সুফিসম্রাট শাহজালাল রাহ. অন্যতম। যুগের প্রকৃত দরবেশ, ধর্মপ্রচারক, বাংলা-আসামে মুসলিম সংস্কৃতির আনুষ্ঠানিক প্রচলন দানকারী আদর্শপুরুষ ছিলেন নানা গুণে গুণী, দীর্ঘ জীবনাদর্শের অধিকারী একজন খাঁটি ওলি।

দুই. জন্ম ও শৈশব

হিজরি ষষ্ঠ শতকের শেষাংশে মক্কার কুরাইশ বংশের একদল লোক মক্কা থেকে হিজাজের[৩] দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে ইয়ামেনে হিজরত করে বসবাস শুরু করেন। কুরাইশের এ দলের সবচেয়ে খোদাভীরু ব্যক্তি মুহাম্মাদ বা মাহমুদ হলেন শাহজালালের পিতা। মাহমুদের পিতা ছিলেন ইবরাহিম।[৪] আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় অবস্থিত সৌন্দর্যের লীলানিকেতন ও প্রাচীন সভ্যতার আবাসভূমি ইয়ামেন। তখন ইয়ামেনের রাজধানী ছিল সানা ও এডেনের মধ্যপথে অবস্থিত তাইজ (Taiez) নগর। তাইজের নিকটবর্তী কুন্না নামক শৈলপুরীতে শাহজালালের জন্ম।

ড. ব্লকম্যান ও *আল-ইসলাহ* পত্রিকার সাবেক সম্পাদক মৌলবি নুরুল হকের বর্ণনায় জানা যায়, শাহজালাল রাহ. ইয়ামেনের কুনিয়া বা কার্নিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। *সুহেলি ইয়ামেনি* নামক প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থেও তাঁকে ইয়ামেনি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩৬৪ বাংলায় সিলেটের মাসিক পত্রিকা *আল-ইসলাহ* শাহজালাল সংখ্যায় তাঁকে ইয়ামেনি বলা হয়েছে। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে* মি.বি. সি. এলেন অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। এতৎসত্ত্বেও কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেছেন।[৫] সিলেটের আম্বরখানায় ১২৭৯ বাংলায় ১৫১২ খ্রিষ্টাব্দের একটি খোদিত *হুসেনশাহি শিলালিপি* আবিষ্কৃত হয়। তাতে লেখা আছে,

> মুহাম্মাদ ছেলে মহীয়ান, বরণীয় শায়খুল মাশায়িখ, সংসারবিরাগী ফকির শাহজালালের সম্মানে ৭০৩ হিজরিতে সুলতান ফিরোজ শাহ দেহলবির আমলে সিকান্দার গাজির হাতে সিলেটে প্রথম মুসলিম-বিজয় সূচিত হয়। আরও জানা যায়, তাঁর দাদার কারাবন্দি হওয়ার সময় অর্থাৎ, ৬৭৩ হিজরিতে তিনি ছিলেন তিন বছরের শিশু।

এ হিসেবে তাঁর জন্মসাল ৬৭১ হিজরি—১২৭১ খ্রিষ্টাব্দ ধরা হয়। যেহেতু ৩২ বছর

---

[৩] আরব উপদ্বীপকে হিজাজ বলা হয়।

[৪] Biographical encyclopedia of Sufis, By N. Hanif, Published by Surup & sons, new delhi, 1st edition 2000. p 171; *শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি*, মুফতি আজহার উদ্দিন সিদ্দিকি, উৎস প্রকাশন ঢাকা, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ২০০২।

[৫] *জালালাবাদের কথা*, দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ, বাংলা একাডেমি; *আল-ইসলাহ*, শাহজালাল সংখ্যা ১৩৬৪ বাংলা।

বয়সে ৭০৩ হিজরি—১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিলেট জয় করেন, তাই তাঁর জন্মসাল ৬৭১ হিজরি সঠিক মনে হয়।[৬] কোনো কোনো গবেষকের মতে, ২৫ মে ১২৭১ রোম সালতানাতের বর্তমান তুরস্কের কুনিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ বছর জীবিত ছিলেন। শাহজালালের জন্ম-সংক্রান্ত তথ্য এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায়নি।

শাহজালালের রাওজায় প্রাপ্ত ফলকলিপি *সুহেলি ইয়ামেনি* অনুসারে, শাহজালাল রাহ. ৩২ বছর বয়সে ৭০৩ হিজরি—১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট আসেন। *সুহেলি ইয়ামানি*তে উল্লিখিত তথ্য থেকে জানা যায়, ৬৭১ হিজরি—১২৭১ খ্রিষ্টাব্দে শাহজালাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মভূমি ছিল প্রাচীন আরব-আজমের হিজাজ ভূমির প্রদেশ ইয়ামেনের কুনিয়া শহর। শাহজালাল যখন তিন মাসের শিশু, তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়।[৭] উর্দুভাষী লেখক আবদুল জলিল বিসমিল বলেন,

> শেখ মুহাম্মাদ ইয়ামেন থেকে এসে যখন সস্ত্রীক তুরস্কের কুনিয়ায় বসবাস শুরু করেন, তখনো তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। বিয়ে-পরবর্তী দীর্ঘদিন কোনো সন্তান না হওয়ায় দাম্পত্যজীবনে তিনি সত্যিই একটি সন্তানের অভাব অনুভব করছিলেন। এ জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিনিয়ত দুআ করতেন। অবশেষে ৫৯৫ হিজরি—১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে একজন সন্তান লাভ করেন। নাম রাখা হয় জালাল উদ্দিন। শিক্ষাদীক্ষা শেষে আপন মুরশিদের অনুমতি নিয়ে তিনি বাংলায় আসেন। তখন দিল্লির সম্রাট ছিলেন আলাউদ্দিন খিলজি (১২৯৬-১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ); আর বাংলার শাসক ছিলেন শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২ খ্রিষ্টাব্দ)।[৮]

তিন. পিতামাতা ও দাদা

শাহজালালের পিতামাতা উভয়ই ছিলেন কুরাইশ বংশের বিখ্যাত ওলির বংশধর। পিতা মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম অথবা শেখ মাহমুদ ইবনু ইবরাহিম কুরাইশি রাহ. ছিলেন তাইজের নিকটবর্তী আজ্জান দুর্গের আমির। তিনি ইয়ামেনের সুলতান মালিক মুহাম্মাদ শামসুদ্দিনের হাদিসের শিক্ষক ছিলেন। সে সময়ে কেন্দ্রীয় সুলতান ও শক্তিশালী সামন্ত আমিরদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-সংঘাত চলত। এরূপ এক খণ্ডযুদ্ধে শাহজালালের জন্মের আগেই আমির মুহাম্মাদ রাহ. শাহাদতবরণ করেন।[৯]

---

[৬] *শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি*, মুফতি আজহার উদ্দিন সিদ্দিকি।

[৭] *শাহজালাল রাহ. জীবনীগ্রন্থ*, শাহ ওয়ালিউল্লাহ। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ, ছাফা বুক কর্পোরেশন, ঢাকা।

[৮] *সিলেট মে উর্দু*, আবদুল জলিল বিসমিল : ৩২। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ, করাচি।

[৯] *হজরত শাহজালাল রাহ. ও তাঁর কারামাত*, সৈয়দ মোস্তফা কামাল; *শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি*।

তাঁর মা সাইয়িদা হাসিনা ফাতিমা বিনতু জালাল উদ্দিন সুরুখ বুখারি রাহ.। তিনিও নানা গুণে বিভূষিত কুরাইশ বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। তিন মাসের শিশুসন্তান জালাল উদ্দিনকে রেখে তিনি ইনতিকাল করেন। পরে তাঁর লালনপালনের ভার নেন দাদা ইবরাহিম কুরাইশি রাহ.। তিনি একজন বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন। তাইজ নগরে তাঁর কবর অবস্থিত। মরক্কোর অধিবাসী মুর পরিব্রাজক ইবনু বতুতা ৭৩০ হিজরিতে ইয়ামেন সফরকালে এই কবর জিয়ারত করেন। দুঃখের বিষয়, রাজরোষে পড়ে ইবরাহিম কুরাইশি রাহ. ৬৭৩ হিজরিতে কারাবন্দি হন। বন্দি অবস্থায় ৬৮৩ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।[১০]

দাদার কারাবন্দিতে তাঁর লালনপালনের ভার নেন মামা ও মুরশিদ সৈয়দ আহমাদ কবির রাহ.। তিনি ছিলেন মক্কার বিশিষ্ট আলিম ও বুজুর্গ। এ সময়ে তিন বছরের ইয়াতিম শিশু শাহজালাল ইয়ামেন থেকে মক্কায় চলে আসেন। তাঁর নানা জালাল উদ্দিন সুরুখ বুখারি রাহ. ছিলেন উঁচুস্তরের একজন বুজুর্গ। তিনি পাঞ্জাব ও মুলতানায় ইসলাম প্রচার করেন। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের সময় তিনি সেখানে ছিলেন। জালাল উদ্দিন সুরুখ বুখারি ৬৯১ হিজরিতে মুলতানের উঁচে[১১] ইনতিকাল করেন। তিনি বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রাহ.-এর মুরিদ ছিলেন। তাঁর মামা ও মুরশিদ সৈয়দ আহমাদ কবির রাহ. ৭২৫ হিজরিতে পিতার গদিনশিন অবস্থায় উঁচে পরলোকগমন করেন। আহমাদ কবিরের ছেলে জালাল উদ্দিন জাহানিয়া জাহাগাশত দিল্লির সম্রাট ফিরোজ শাহ তোঘলকের মুরশিদ ছিলেন। ৭৮১ হিজরিতে তিনিও উঁচে ইনতিকাল করেন।[১২]

এখানে লক্ষণীয় যে, শাহজালালের কবর রয়েছে উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তে সিলেট শহরে এবং তাঁর নানা, মামা ও মামাতো ভাইয়ের কবর রয়েছে উপমহাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে মুলতানের উঁচে। আরও লক্ষণীয় যে, শাহজালালের বাল্যকাল বহুলাংশে রাসুল ﷺ-এর জীবনের সঙ্গে মিলে যায়। উভয়েই পিতৃহীন হয়ে জন্মগ্রহণ এবং অল্পবয়সে মাতৃহারা হন। তারপর পিতামহ, চাচা ও মামার হাতে লালিতপালিত হন।

চার. গুরু পরিচিতি ও মক্কিজীবন

শাহজালালের মামা ও শিক্ষাগুরু শেখ সৈয়দ আহমাদ কবির সোহরাওয়ার্দি রাহ.। তবে আহমাদ কবির নামে তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর পিতা সৈয়দ জালাল উদ্দিন

---

[১০] *শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি।*

[১১] দিল্লির মুলতান শহরের একটি স্থানের নাম।

[১২] *তাজকিরাতুল আউলিয়া*, ফরিদুদ্দিন আত্তার (বঙ্গানুবাদ) : ৪২৭। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।